গুচ্ছাকারে নির্মিত একক গৃহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

গুচ্ছাকারে নির্মিত একক গৃহ, বিরল, দিনাজপুর

গুচ্ছাকারে নির্মিত একক গৃহ, সদরপুর, ফরিদপুর

নির্মিত একক গৃহ, বিশ্বনাথ, সিলেট

নির্মিত একক গৃহ, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ

নির্মিত একক গৃহ, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর

> “আমার দেশের প্রতি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।”
>
> -জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
>
> *(০৩ জুন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের উল্লেখযোগ্য অংশ)*

> “আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আমি জনগণের জন্য বিনিয়োগে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছি। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসুস্থতা, লিঙ্গ বৈষম্য, অবিচার আর অজ্ঞতার শেকল থেকে তাদের মুক্ত করতে চাই।”
>
> - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
>
> *ইএসসিএপি-এর মিনিস্টিরিয়াল অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, ইনচিওন, দক্ষিণ কোরিয়া, ১৭ মে ২০১০*
>
> (শেখ হাসিনা, নির্বাচিত উক্তি, পৃষ্ঠা ৫৪)

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

Tel	: +88 02-48112618
Mob	: +88 01711 564 666
Fax	: +88 02-55029580
E-mail	: ashrayanpmo@gmail.com
Web	: www.ashrayanpmo.gov.bd
Facebook page	: @Ashrayan2 Project

আশ্রয়ণের অধিকার
শেখ হাসিনার উপহার

“বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না।”
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
জানুয়ারি ২০২১

মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর সর্বপ্রথম জাতির পিতাই দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমিহীন-গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ প্রদান করেন।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ পেরিয়ে ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় চালু করেন।

১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার ও সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ২০ মে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার সেন্ট মার্টিন পরিদর্শন করেন এবং ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় একজন আওয়ামী লীগ নেতার দানকৃত জমিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় কবলিত ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে 'আশ্রয়ণ' নামে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৫২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন-গৃহহীনদের জন্য ব্যারাক নির্মাণের কাজ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক একক গৃহ নির্মাণ এবং "যার জমি আছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ" এর কাজটি উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন
- ঋণপ্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা
- আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রম

ক্ষুধামুক্ত-দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুজিববর্ষে "বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না"- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকল্পে "মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুন/২০২০খ্রি. তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন ৮,৮৫,৬২২টি পরিবারের তালিকা করা হয়েছে।

বিভাগভিত্তিক ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা নিম্নরূপ:

বিভাগ	জেলা সংখ্যা	উপজেলা সংখ্যা	ক শ্রেণি অর্থাৎ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার সংখ্যা	খ শ্রেণি অর্থাৎ যার ১-১০ শতাংশ জমি আছে ঘর নেই এমন পরিবার সংখ্যা	সর্বমোট (ক-শ্রেণি + খ-শ্রেণি)
ঢাকা	১৩	৮৮	৩৯,৫৭৪	৮৯,৬২৩	১২৯,১৯৭
ময়মনসিংহ	০৪	৩৫	১০,৬৬৫	২৫,৩৩৮	৩৬,০০৩
চট্টগ্রাম	১১	১০৩	৬১,৫৩০	৯৯,৭৬৭	১৬১,২৯৭
রংপুর	০৮	৫৮	৫৬,৯৯৮	১,২৬,৮৩৬	১৮৩,৮৩৪
রাজশাহী	০৮	৬৭	৩৭,৫৭০	৫৮,৯৩৪	৯৬,৫০৪
খুলনা	১০	৫৯	৩১,৯৬৬	১,১০,৪৪৫	১৪২,৪১১
বরিশাল	০৬	৪২	২৭,৩২৮	৫৩,২৫৬	৮০,৫৮৪
সিলেট	০৪	৪০	২৭,৭৩০	২৮,০৬২	৫৫,৭৯২
সারাদেশ	৬৪টি	৪৯২টি	২,৯৩,৩৬১	৫,৯২,২৬১	৮,৮৫,৬২২

মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখনই গৃহ নির্মাণ উপযোগী ২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক প্রথম পর্যায়ে ৬৬,১৮৯টি পরিবারের জন্য একক গৃহ নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অধিকাংশ গৃহ নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই আরো ১ লক্ষ গৃহের বরাদ্দ প্রদান করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ উদ্যোগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রথম পর্যায়ে ৬৬,১৮৯টি গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন নিম্নরূপ:

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক একক গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা	একটি গৃহের নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২৪,৫৩৮টি	১.৭১	৪১৯.৬০
দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩৮,৫৮৬টি	১.৭১	৬৫৯.৮২
গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (CVRP প্রকল্প), ভূমি মন্ত্রণালয়	৩,০৬৫টি	১.৭১	৫২.৪১
অতিরিক্ত পরিবহন বাবদ বরাদ্দ	(প্রতি ঘরের জন্য ৪০০০/- টাকা করে)		২৬.৪৮
জ্বালানী বাবদ বরাদ্দ	(সকল উপজেলায়)		১০.৪০
মোট	৬৬,১৮৯টি	-	১১৬৮.৭১

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একক গৃহ নির্মাণের সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বয় করছে। মুজিববর্ষে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পগ্রামে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩,৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। একই সাথে ৬৯,৯০৪ জন ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদানের ঘটনা বিশ্বে এটাই প্রথম।

১৯৯৭ সাল হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের অর্জন

কার্যক্রম	অর্জন
মোট আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা	২,১৭২টি
নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা	২২,১৬৪টি
ব্যারাকে পুনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবার সংখ্যা	১,৬৫,৬৬৮টি
যার জমি আছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে নির্মিত ঘর সংখ্যা	১,৫৩,৭৮৪টি
তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য নির্মিত বিশেষ ডিজাইনের ঘর সংখ্যা	৫৮০ টি
নির্মিত টং ঘর সংখ্যা (বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় নির্মিত)	২০টি
মোট পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	৩,২০,০৫২টি
আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান (উপকারভোগী প্রতি পরিবার হতে সর্বোচ্চ ২ জন)	২,৭৮,১৩৮টি
ঋণ প্রদানকৃত পরিবার সংখ্যা (উপকারভোগী পরিবার প্রতি ত্রিশ হাজার টাকা)	১,৪৩,১৩৪টি
বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকৃত প্রকল্প সংখ্যা	১,২০৮টি
রোপণকৃত বৃক্ষের সংখ্যা	১৫,৫৪,৬৭৪টি
নির্মাণকৃত কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা	২২০১টি
নির্মিত ঘাটলা সংখ্যা	৪৬৬টি
ভিজিএফ প্রদান (পরিবার সংখ্যা)	১,৪২,৯৪১টি

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প

(বিশ্বের সর্ববৃহৎ একক জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প)

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। বাংলাদেশের মানুষ প্রতিবছর এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের সহায় সম্পত্তি হারিয়ে ফেলে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের আশ্রয় পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করেন।

ভূ-প্রাকৃতিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ দেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে সম্পূর্ণ আলাদা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগের মুখোমুখি হয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন এবং বহুমাত্রিক ঝুঁকি যেমন- লবণাক্ততা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন ও জলোচ্ছ্বাস এর সম্মুখীন হন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তু পরিবারসমূহের জন্য দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত জেলা কক্সবাজারে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে 'খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়।

মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত ৫তলা বিশিষ্ট ২০টি ভবনে প্রথম পর্যায়ে ৬০০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ৪০৬.০৭ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি করে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পুনর্বাসিত পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। খুরুশকুল প্রকল্পটি বিশ্বের একক বৃহত্তম জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৩ জুলাই ২০২০খ্রি. তারিখে উদ্বোধন করেন। অবশিষ্ট ১১৯টি বহুতল ভবন ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক পৃথক ডিপিপির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

"বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না"- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রকল্পগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।